শৈলবালা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

খারুপেটীয়া ঃ দরং (আসাম)

নবাহ

বার্ষিক মুখপত্র ঃ- প্রথম সংখ্যা

ডিসেম্বর ঃ ২০১২

সম্পাদক
শ্রী হৃষিকেশ চক্রবর্ত্তী

" কখনো হার মানবো না"

জয়ন্তী সাহা
সহঃ শিক্ষয়িত্রী

আমাদের জীবন হচ্ছে একটি রঙ্গমঞ্চ। এই মঞ্চে যে অভিনয়ে সবচাইতে ভাল করতে পারবে সেই ব্যক্তি জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে পারবে। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিন্তা করতে হবে যে কি করে আমি নিজের অভিনয় সুন্দর করতে পারবো। এই পৃথিবীতে মানুষকে কতো ধরনের অভিনয় করতে হয় সেটা বলা কঠিন। কিন্তু সেই জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে গেলে প্রয়োজন প্রত্যেকটি মানুষের ধৈর্য্য, সহ্য, সহনশীলতা ও চরিত্র গঠন। নিজের চরিত্র এবং সততা যদি আমরা আমাদের জীবনে ব্যবহার করতে পারি বা সংসারের অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন সুখময় হয়ে উঠবে। তারজন্য প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে সচেতনতা আনতে হবে। যেমন-"অশ্বের শোভা গতিতে, বাক্যের শোভা ব্যকরণ - সংস্কারে, তেমনি নারীর শোভা স্বভাবে।" সেই জন্য প্রত্যেক নারীকে চরিত্রবতী হতে হবে। নারী-পুরুষ সবাই মিলে যদি আমরা চেষ্টা করি তবে আমাদের জীবন আরও সুন্দর এবং সুখময় হয়ে উঠবে। কথা আছে যে " একবার না পারিলে দেখ শতবার।" এই সূত্রধরে আমাদের জীবন পথে এগিয়ে যেতে হবে। কোনো কাজই যেন আমরা না বলি যে পারবো না, কেন পারবো না ? অন্যের দ্বারা যদি হয় তাহলে আমি কেন পারবো না ? তারজন্য চাই প্রাণপন চেষ্টা , একাগ্রতা এবং কর্মের প্রতি নিষ্ঠা। সেই জন্য আমাদের মনকে পবিত্র রাখতে হবে, সেই পবিত্রতাই দেখিয়ে দিবে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল পথ। নিজেকে কখনো ছোট করে ভাবতে নেই। কারণ, ভগবান প্রত্যেকটি মানুষকে দিয়েছেন শক্তি, মনোবল। তাহলে আমরা কেন আমাদের গন্তব্য স্থলে পৌঁছোতে পারবো না। চলার পথে তো শত বাঁধা আসবেই, সেইজন্য থেমে থাকলে চলবে না, মনোবলের দ্বারা আমাদের বাঁধা অতিক্রম করে লক্ষ্যে উপনিত হতে হবে। প্রত্যেকেরই জীবনে একটি লক্ষ্য থাকে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য চাই চেষ্টা অধ্যাবসায়, সততার স্বপ্ন কখনও বিফল হয়না , তারজন্য কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা জীবনকে নিয়ে সংগ্রাম করতে হবে এবং সব সময় ভাবতে হবে আমি পারবো, আমি হারবো না। মানুষের জীবনে সমস্যা থাকবেই, সেই সমস্যাগুলো বুদ্ধির বলে, পরিশ্রমের দ্বারা সমাধান করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা মানব জাতীর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাহলে সেই সফলতা, সেই স্বপ্ন পূর্ণ হবে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি জীবনের বহু উত্থান পতন এর মধ্যে দিয়ে আগ্রসর হয়ে চলেছি এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অনুভব করছি নানা প্রকার বাধা, কিন্তু সেই বাধাকেও অতিক্রম করা যায় যদি থাকে মনোবল, ধৈর্য্য, ইচ্ছা শক্তি এবং অধ্যবসায় । Charl's - Darwin বলেছিলেন "Struggle for Existence" আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই কথাটি মনে রাখতে হবে। তবেই সফলতা আসবে। মহামণিষীগণ ও আমাদের এই কথাটি বলে গেছেন যে আমাদের প্রত্যেকেরই মাঝে যে গুণ সুপ্ত আবস্থায় আছে তাকে বিকশিত করতে হবে পরিশ্রম এবং চেষ্টার মাধ্যমে। "Stand tall, Don't Succumb your qualities in vain" পরিশ্রমই সফলতার জননী।

ইংরাজী ভাষা বলা ও লেখার মারপ্যাঁচ

ডঃ পরিমল কুমার দত্ত
প্রাক্তন শিক্ষক, শৈলবালা উঃ বিঃ

"স্যার্, আমার কিছু বলার ছিল । সময় হবে কি আপনার ? " অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন এক অভিভাবক । " সময় হবে বলুন" ইঙ্গিতে জানালাম । "আমি ভীষণ চিন্তায় আছি । আপনার ছাত্রী, মানসী (কাল্পনিক নাম) মানে আমার ছোট মেয়ের বিয়ের একটা প্রস্তাব এসেছে । পাত্র প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ভারতের এক মেট্রোপলিটন সিটিতে থাকে । মেয়ের ফটো পাঠিয়েছিলাম । ওঁরা ফটো দেখে মেয়েকে পছন্দ করেছে । ওঁরা মেয়ের bio-data চাইছে । আমার মেয়ের একটা bio-data তৈরী করে দিতে হবে, স্যার্ । দিবেন তো ?" মার্জিত ভাষা । চোখে মুখে শ্রদ্ধার ছাপ । দীর্ঘ দিনের পরিচয় । ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক । তথাপি কথায় অনুনয়ের সুর। " নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ।" হাসিমুখে বললাম । বিয়ের bio-data তে অনেক তথ্য দিতে হয় । যথেষ্ট সময়েরও প্রয়োজন । যথাসময়ে তৈরী করে দিলাম । পাত্র পক্ষের কাছে পাঠানো হল । ওঁরা সন্তুষ্ট । অভিভাবকদের পক্ষ থেকে দেখাশোনা হয়ে গেল । বাকি থাকল পাত্র-পাত্রীর প্রথম সাক্ষাৎকার । উভয়ের দর্শনের দিন, তারিখ এবং স্থান ও ঠিক হ'ল । ঠিক তার কয়েকদিন আগে সেই অভিভাবক এসে উপস্থিত । চোখেমুখে চিন্তার ছাপ । দুশ্চিন্তায় রাতে ভালোভাবে ঘুমুতে পারেন নি। " কি ব্যাপার ? এত চিন্তিত কেন ? এই আনন্দের সময়ে এভাবে থাকলে লোকে কি বলবে, বলুন তো ? " জিজ্ঞেস করলাম । " ছেলের বাবা আমাকে ফোনে জানিয়েছেন যে যেহেতু পরিবারের সবাই আমার মেয়েকে পছন্দ করেছেন সেজন্য ছেলের কোনো আপত্তি নেই । সাক্ষাৎকারের সময় শুধু ছেলে দেখবে আমার মেয়ে ইংরেজী বলতে পারে কি পারে না ।" একটু হাসলেন । " তার জন্য এত চিন্তা কেন ? bio-data তে লিখেই দিয়েছি যে আপনার মেয়ে তিনটি ভাষা বুঝতে পারে, বলতে এবং লিখতে পারে । "

"লিখে তো দিয়েছেন, স্যার্ । কিন্তু ইংরেজী তো বলতে পারে না । ছেলে আবার কনভেন্টে পড়াশোনা করেছে । খুব ভালো ইংরেজী বলতে পারে । মেয়ে তো এবার ধরা পড়ে যাবে । কি যে হবে ।" চিন্তা ও উদ্বেগের সুর । " কিছুই হবে না । আপনার মেয়ে ইংরেজী বলতে পারবে । সাক্ষাৎকারের দিন ধার্য্য হয়েছে ২০ এপ্রিল । আজ এপ্রিলের ৮ তারিখ । ১৫ তারিখের মধ্যেই আপনার মেয়েকে ইংরেজী বলা শিখিয়ে দিব । ছেলের সাথে টক্কর দিতে হয়ত পারবে না, কিন্তু ছেলেকে সন্তুষ্ট করার মত ইংরেজী বলতে পারবে আ পনার মেয়ে মানসী ।" আশার বাণী শোনালাম ।

"কি বলছেন স্যার্ ?" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ । " আমি যে বিশ্বাসই করতে পারছিনা। আমি যে ভাবতেই পারছি না । এটা কি সম্ভব ।" অবিশ্বাসের সুর । "হ্যাঁ সম্ভব ।" দৃঢ়তার সাথে বললাম ।

শৈলবালা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক মুখপত্র

তাই হ'ল । মাত্র সাতদিনের প্রতিক্ষণে সেই মেয়েটা ইংরেজীতে কথা বলার দক্ষতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল ।

আরেকটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে হয়ত এই লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে । আসামের কোনো এক শহরের বিয়ে হয়েছে খারুপেটিয়ার মেয়ে মালিনীর (কাল্পনিক নাম) । নিজের নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার জন্য বিয়ের পরেও পড়াশোনা করে স্নাতক ডিগ্রী নিয়েছে । পড়াশোনায় অসাধারণ ছিল না । হঠাৎ ইচ্ছে প্রকাশ করল একটা ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল খোলার । স্বামী ও শ্বশুরবাড়ীর উৎসাহে অনেকদূর এগিয়ে স্কুল খুলল । সমস্যা ছিল ইংরাজী বলা নিয়ে । আমার অনুপ্রেরণা আর প্রশিক্ষণ দানে ওঁর মধ্যে এক পরিবর্ত্তন চলে এল। ঐ স্কুলের উদ্বোধক হিসাবে আমাকে নিয়ে গেল । মালিনীই ঐ স্কুলের Principal । আমার পাশের চেয়ারে বসে ছিল এবং ইংরাজীতে খুব সুন্দর ভাষণ দিয়ে সবার মন জয় করে নিল । সাত দিনের প্রশিক্ষণেই মালিনী ইংরাজীতে কথা বলার দক্ষতা অর্জন করেছিল ।

এরকম অনেক প্রাসঙ্গিক উদাহরণ আছে । স্থানাভাবে সেগুলোর উল্লেখ করছি না । এবার আসছি কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা অতিসহজেই এবং কম সময়ের মধ্যেই ইংরাজী লিখতে এবং বলতে পারবে তার আলোচনায়।

ভাষা মানে কথামালা । কথামালা মানে বাক্যের সমষ্টি । বাক্য মানে শব্দসমষ্টি । শব্দগুলো সাজাতে পারলেই বাক্য হয়ে যাবে । অনেকটা বিল্ডিং তৈরি করার মত । বিল্ডিংতৈরি করতে সিমেন্ট, লোহা, কাঠ, ইট, বালি পাথরের প্রযোজন । ইটগুলো কিভাবে গাঁথতে হবে, কোথায় দরজা-জালানা বসবে বালি-সিমেন্টের পরিমাণ কত হবে এগুলো জানা থাকলে রাজমিস্ত্রীদের কোনো অসুবিধা হয় না । বিল্ডিং তৈরীর উপাদান হচ্ছে- ইট, বালি, সিমেন্ট, কাঠ, পাথর ও লোহা । ভাষার উপাদান হচ্ছে - শব্দ ও পদ । এগুলো কিভাবে বসানো যাবে সেটা জনতে পারলে ইংরেজী সহ যেকোনো ভাষারই বাক্যগঠনে কোনো অসুবিধা হবে না ।

প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ পর্য্যন্ত আসামের ছাত্র-ছাত্রীরা কম বেশী সবাই ইংরাজী ভাষা একটা বিষয় হিসেবে পড়ে । কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই বিশেষ করে মাতৃভাষা মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরাজীতে দুর্বল হয় । সেই দুর্বলতার কারণগুলো দূরীকরণের জন্য অনেক গবেষণা হয়েছে । বড় বড় শিক্ষাবিদ্ এবং ভাষাবিদদের গুরুত্বপূর্ণ মতগুলো একত্র করে এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করছি ।

(ক) ইংরাজী conjugation এবং strong verb ও weak verb সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীরা উদাসীন । এদুটোর ওপরেই ইংরাজী ভাষা দাঁড়িয়ে আছে ।

(খ) ইংরাজী syntax সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা প্রায় নেই বললেই চলে । syntax র জ্ঞানই শুদ্ধ বাক্য তৈরি করতে সাহায্য করে ।

(গ) অনেকে অভিযোগ করে থাকেন যে ছাত্র-ছাত্রীরা Tense ভালো করে না শেখার জন্য ইংরাজীতে কাঁচা থাকে । অনেক সন্মানীয় অভিজ্ঞ শিক্ষক মাসের পর মাস ছাত্র-ছাত্রীদের Tense পড়িয়েও ওদের Tension মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন । এ ব্যাপারে আমার মত ভিন্ন । আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যদি ছাত্ররা conjugation এবং strong verb ও weak verb এর chart টা শিখতে পারে তাহলে মাত্র ১ দিনে ওরা আনায়াসে

Tense শিখতে পারবে । তবে শেখার পর অভ্যাস করতে হবে ।

(ঘ) Determiners বিশেষতঃ article (a, an, the) সম্পর্কেও পরিস্কার ধারণা নেই। countable noun এবং uncountable noun সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে না উঠার জন্যই এটা হয় ।

(ঙ) ইংরাজী ব্যাকরণের সবচেয়ে বিপজ্জনক বিষয় হচ্ছে preposition। ইংরাজী সাহিত্যের অনেক অধ্যাপকের লেখনীতেও অনেক সময়েই preposition এর ভুল নজরে পড়ে। কিছু কিছু preposition এর প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু নিয়ম আছে । কিন্তু সব preposition এর প্রয়োগের নিয়ম না থাকার জন্যই appropriate preposition গুলো মুখস্থ করতে হয় । তাহলেই preposition বসাতে ভুল হবে না ।

(চ) Punctuation এর capitalization সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান থাকে । ওরা সঠিক ভাবে full stop, comma, small letter এবং capital র ব্যবহার করতে পারে না ।

(ছ) Vocabulary বা শব্দভান্ডারের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা মাধ্যমের ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট পিছিয়ে আছে।

(জ) ইংরাজী উচ্চারণ ও জটিল । ভারতীয়দের পক্ষে এই ভাষার উচ্চারণ সঠিক ভাবে করা সম্ভবপর নয় । অবশ্য অনেকেই এর ব্যতিক্রম । তাঁরা বিশুদ্ধভাবে ইংরেজদের মতই উচ্চারণ করতে পারেন।

(ঝ) ইংরাজীতে 'Do' হচ্ছে 'ডু' । কিন্তু 'No' হচ্ছে 'নো', 'Go' হচ্ছে 'গো', 'Put' হচ্ছে 'পুট' । কিন্তু 'But' হচ্ছে 'বাট' । আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা এগুলোর মধ্যে ঢোকার পর বিভ্রান্ত হয়ে যায় ।

(ঞ) ছাত্র ছাত্রীরা ইংরাজী বানান অর্থাৎ Spelling ভুল করে । অবশ্য সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে খোদ গ্রেট ব্রিটেনের স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ও এই বানান ভুলের প্রবণতা যথেষ্ঠ বেশী ।

এগুলোর বাইরে ও অনেক বিষয়েই আমাদের ছাত্র-ছাত্রীর কাঁচা । যেমন ইংরাজীতে কোনো দরখাস্ত বা আবেদন পত্র লিখতে গেলে ও যথেষ্ট বেগ পায় ।

মাতৃ ভাষা মাধ্যমের স্কুলগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরাই যে শুধুমাত্র ইংরাজীতে দুর্বল এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হলে সত্যের অপলাপ হবে । কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত নামী ইংরাজী স্কুল বাদ ছিলে অধিকাংশ ইংরাজী মাধ্যমের স্কুলগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা তুলনামুলকভাবে অনেক দুর্বল ।

যদি প্রশ্ন করা যায় এই ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরাজীতে এত দুর্বল কেন যদিও বেশ কয়েক বছর ধরে ওরা ইংরাজী পড়ে ?

এই প্রশ্নের অনেক উত্তর তৈরী করেছেন ইংরাজী বিশেষজ্ঞরা । সেই বিশেষজ্ঞদের মতামতগুলো সংক্ষেপে এখানে তুলে ধরছি যাতে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজেদের ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিতে পারে ও

পারেন ।

(১) ছাত্র-ছাত্রীরা মাতৃভাষায় দুর্বল । যে মাতৃভাষায় সবল সে চেষ্টা করলে ইংরাজীতে ভালো হতে পারে। মাতৃভাষায় চিন্তা করার পর সেগুলো অনুবাদ ইংরাজীতে করে থাকে অনেকেই। তার সুফল ও পেয়েছে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী । এ ব্যাপারে অবশ্য কয়েকজন শিক্ষাবিদ্ ভিন্ন মত পোষণ করেন ।
"Try not to translate into and from your own language. This takes too much time and will make you more hesitant"
(Advanced spoken English, P-22)

(২) ইংরাজী ব্যাকরণ সহজভাবে শেখানোর চেষ্টা করেন না ইংরেজী শিক্ষক মহাশয়গণ ।

(৩) যে বানানগুলো সাধারণতঃ সচরাচর ভুল হয় সেগুলোর কোনো তালিকা শিক্ষক মহাশয়রা তৈরী করে দেন না ।

(৪) ইংরাজী পাঠ্য পুস্তক (text) এবং দ্রুতপাঠ্য (rapid) এর গদ্য-পদ্য এবং গল্পগুলোর অনুশীলনীতেই জোর দেওয়া হয় । বাক্যের গঠন, শব্দচয়ন এবং মূল ভাবের উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করা হয় ।

(৫) ছাত্র-ছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে কোনো ইংরাজী গল্পের বই অথবা ইংরাজী খবরের কাগজ পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলে না ।

(৬) স্কুলে ইংরাজীতে কথা বলার কোনো চর্চা থাকে না ।

(৭) ছাত্র-ছাত্রীরা রেডিও ও দূরদর্শনে প্রচারিত ইংরাজী সংবাদ ও কোনো আলোচনা শুনতে বা দেখতে অভ্যস্ত নয় ।

(৮) কম্পিউটারে চিঠি পত্র type করার অভ্যাস থাকলে ইংরাজী বানান এবং শব্দ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করা যায় । আমাদের মাতৃভাষা মাধ্যমের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা অধিকাংশই এই বিষয়ে অনভিজ্ঞ।

(৯) ইংরাজী ভাষা থেকে মাতৃভাষায় অনুবাদের কোনো প্রয়োগ স্কুলগুলোতে দেখা যায় না ।

(১০) অনেক ছাত্র-ছাত্রী বাড়ীতে বা বাইরে নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে ইংরাজীতে কথা বলা আরম্ভ করে । কয়েকদিন পরে ছেড়ে দেয় অথবা hello, good morning, excuse me, please, thank you এই সমস্ত সম্বোধনের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায় ।

(১১) ইংরাজী অভিধানের ব্যবহার খুবই সীমিত । তারো কয়েকটি কারণ আছে । স্থানাভাবে উল্লেখ করা হল না। এই ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য ইংরাজী বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন । সেই গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শগুলো থেকে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি ।

(১) ইংরাজী ভীতির ভাব দূর করতে হবে । "Get over English phobia. English is not your mother language. You have not so far been able to manage this language. So what ? Don't repent. You can start even today. There is still time." (কেনেকৈ ইংরাজী শিকিব, পৃ - ১৯)

(২) নিজের মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে হবে । যে সমস্ত ভারতীয় পন্ডিত ইংরাজীতে সুনাম অর্জন করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের মাতৃভাষায় পারদর্শী ছিলেন ।

(৩) পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া গল্প কবিতাগুলো বারবার পড়লে ভাষার রীতি এবং শব্দ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠবে । শুধুমাত্র অনুশীলনী অভ্যাস করে ইংরাজীতে অনেকেই letter marks পায়, কিন্তু তাদের অনেকেই ইংরাজী লিখতে বা বলতে পারে না ।

(৪) ইংরাজী অভিধান ব্যবহারের নিত্য অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে । এ ব্যাপারে A.T. Dev., সংসদ, Oxford, Longman এর অভিধানগুলো সংগ্রহ করা উচিত । প্রতিটি শব্দের সমার্থক শব্দ দেওয়া থাকে । এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা Vocabulary বা শব্দ ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ হতে পারবে ।

(৫) ইংরাজী গল্প এবং পত্র-পত্রিকা পড়বার চেষ্টা করা উচিত । সহজ ভাষায় ভাবপ্রকাশ করার কায়দা সহজেই আয়ত্ব করতে পারবে ।

(৬) ভালো ইংরাজী ব্যাকরণ বই থেকে conjugation, strong verb, weak verb, syntax, determiners ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিখে নিতে হবে । Preposition, phrase & idioms, pair words, synonymous এবং single words গুলো মুখস্থ করতে হবে ।

(৭) Tense এর কতগুলো indicators আছে । যেমন - yesterday, ago, since, for, last, always ইত্যাদি । ওগুলোর প্রয়োগ সম্পর্কে ভালো ধারণা করতে পারলেই ১ দিনের মধ্যেই ইংরাজী Tense ছাত্ররা অনায়াসে রপ্ত করতে পারবে । তারপরে অভ্যাস করলে Tense এবং অন্যান্য নিয়মগুলোতে পারদর্শী হতে পারবে ।

(৮) প্রত্যেক ভাষার কতগুলো বাক্যগঠন রীতি থাকে । এগুলোকে Sentence pattern বা structure বলে । অঙ্কের ফর্মুলার মতো ওগুলোর ব্যবহার । ঐ pattern গুলো জানতে পারলেই ইংরাজীতে যে কোনো বাক্যগঠন করা যাবে । ছাত্র-ছাত্রীরা A Guide to pattern and usage in English-A.S. Hornby বইটা পড়লেই ইংরাজী বাক্য গঠনের রীতি সম্পর্কে নৈপুণ অর্জন করতে পারবে ।

(৯) ছাত্র-ছাত্রী এবং ইংরাজী ভাষার শিক্ষক-শিক্ষিকারা অন্যান্য ইংরাজী ব্যাকরণ বইয়ের সাথে আরো কয়েকটি বই সংযোজন করতে পারে এবং পারেন । এর ফলে ইংরাজী ব্যাকরণ সহজসাধ্য হয়ে যাবে। বইগুলো হচ্ছে -

A Text Book of Higher English Grammar. - P.K. Dey Sarkar
Good English. - R.P. Ghosh
Oxford Guide to English Grammar. - John Eastwood.
How to write correct English. - R.P. Sinha

(১০) বর্তমান যুগ হচ্ছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার যুগ। ইংরাজী শেখার জন্য আধুনিক শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগের সুবিধা থাকলে তার সুযোগ নেওয়া উচিত । Interactive whiteboards, pod cards, wikis, Interactive practice

Materials , Electronic translators, CD Roms, Electronic dictionaries to word processing- ইত্যাদি শিক্ষা প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমগুলো ইংরেজী শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক।

(১১) স্কুলগুলোতে মাঝে মাঝে oral speech, mock interview, just a minute sessionর ব্যবস্থা করতে পারে ।

(১২) অনেক ছাত্রছাত্রী জানে না যে ইংরাজী বর্ণমালায় ২৬ টি বর্ণ বা অক্ষর থাকলেও উচ্চারণের জন্য মোট ৪৪ টি ধ্বনি(Sound) আছে । ২৬ টি বর্ণ বা অক্ষরের দ্বারা ঐ ৪৪ টি ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয় । এর জন্যই ঐ ৪৪ টি ধ্বনি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সামান্য জ্ঞান হলেও থাকা উচিত ।

(১৩) রাস্তার আশেপাশে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংগুলো থেকে ও অনেক ইংরাজী শেখা যায় । ওগুলো পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে । ইংরাজী পত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলো পড়লেও অনেক ইংরেজী শেখা যায়।

(১৪) কম্পিউটার শেখার পর নিজেরাই চিঠিপত্র টাইপ করলে বানানের ভুল ধীরে ধীরে কমে যাবে ।

(১৫) বাংলা এবং অসমীয়া থেকে অনুবাদ (Translation) করার অভ্যাসের ফলে ধীরে ধীরে ইংরেজী নির্ভূলভাবে লেখার ক্ষমতা আয়ত্তে এসে যাবে ।

(১৬) ঘরে টেপ রেকর্ড থাকলে নিজের ইংরাজী পাঠগুলো রেকর্ড করে রাখতে পারবে । বারবার চালিয়ে শুনলে ছাত্র-ছাত্রীরা বুঝতে পারবে যে কোথায় কোথায় উচ্চারণের ভুল হয়েছে । তখন সংশোধন করে নিতে পারবে ।

(১৭) নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট ইংরেজী বাক্য ব্যবহার করে কথার্বাতা চালাতে হবে । ছাত্র-ছাত্রীরা কিছু কিছু সম্ভাষণ বা সম্বোধন সূচক phrase নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করতে পারে । ওগুলো হচ্ছে - Good morning, good noon, good evening, good night, good bye, please, thank you, welcome, hello, hi, congratulations, excuse me, pardon please ইত্যাদি ।

(১৮) বেতার বার্তার, দূরদর্শনের ইংরাজী খবর শোনা এবং ইংরাজী পত্রিকা পড়লে অনেকে ইংরাজীতে দক্ষ হতে পারবে ।

(১৯) প্রতিদিন কমপক্ষ ১৫-২০ মিনিট জোরে জোরে ইংরাজী পড়তে হবে । এর ফলে মুখের পেশীগুলো শাক্তিশালী হয় এবং ইংরেজী সহজেই উচ্চারণ করতে পারা যাবে - " Research has shown, it takes about three months of daily practice to develop strong mouth muscles for speaking a new language."

(Advanced spoken English.- P-18)

(২০) ইংরেজী সিনেমা দেখলেও ইংরেজী শেখা যায় । মাতৃ ভাষার অনেক সিনেমা দূরদর্শনে Telecast করে যেগুলোতে ঐ ভাষার অনুবাদ ইংরেজীতে করা হয় এবং টিভির পর্দার নীচে ফুটে উঠে । এভাবে সিনেমা থেকেও ইংরেজী শেখা যায় ।

(২১) ইংরেজী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দায়িত্ব অনেক বেশী । তাদের উপরেই অনেকাংশে নির্ভর করছে ছাত্র-

ছাত্রীদের ইংরাজী শেখা ও বলার যোগ্যতা । অনেক অনভিজ্ঞ শিক্ষক ও তাঁদের অনুসৃত ভুল পদ্ধতির জন্যই ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরাজীতে কাঁচা । তাঁদের আত্ম বিশ্লেষণ করতে হবে এবং নিজেদের সংশোধন করতে হবে ।

এবার আসছি ইংরাজীতে দরখাস্ত বা আবেদন পত্র লেখার প্রসঙ্গে । অসংখ্য ছেলেমেয়ে আসে দরখাস্ত, অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পত্র, অভিযোগ পত্র, অভিনন্দন পত্র, নিযুক্তি পত্র, যোগদান পত্র, প্রশংসা পত্র ইত্যাদি লেখানোর জন্য । এদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ শিক্ষিত । কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকার জন্য ওরা নিজেরাই ওগুলো লেখার সাহস পায় না । আসলে ইংরেজী দরখাস্ত বা আবেদনপত্র বা নিমন্ত্রণ পত্র লেখা খুবই সহজ । কতগুলো গদ বাঁধা শব্দ বা phrase শিখলে যে কোনো দরখাস্ত বা আবেদন পত্র লেখা যাবে । কয়েকটি শব্দ বা phrase এখানে উল্লেখ করছি । সেগুলো হচ্ছে - have the honour, beg most respectfully to state, with reference to the subject cited above, neccessary actions, favourable consideration, pray to you, grant, allow, authority concerned, faithfully, sincerely, draw the attention, to issue.

এগুলোর প্রয়োগ ২/১ দিন অভ্যেস করতে হবে । তাহলে একজন ছাত্র-ছাত্রী যে কোনো আবেদন পত্র লিখতে পারবে । ভালো করে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে মাত্র কয়েকটি শব্দ বা phrase ই প্রায় দরখাস্ত বা আবেদন পত্র বা প্রশংসা পত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে । ছাত্র-ছাত্রীরা এই শব্দ বা phrase গুলো মুখস্থ করে তাদের ব্যবহারের কৌশল আয়ত্ত করলে নিজেরাই অন্যের সাহায্য ছাড়া যে কোনো দরখাস্ত বা আবেদন পত্র লিখতে পারবে ।

যে প্রসঙ্গ দিয়ে এই প্রবন্ধের সূচনা সেই প্রসঙ্গে আসছি ।

কথা প্রসঙ্গে ইংরাজীতে দুর্বল অথচ ইংরেজীতে কথা বলার অভিলাষী ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের আমি প্রায়ই বলে থাকি যে যেকোনো ছাত্র-ছাত্রীই মাত্র সাত দিনের প্রসিক্ষণে ভালো ইংরেজী বলতে পারবে । তখন অনেকেই অবাক্ হয়ে যায় ও যান । আমার কথা শোনার পর তাঁদের চোখে মুখে অবিশ্বাসের ছাপ দেখতে পেয়েছি । "স্যারের কথা যদি সত্য হয় তাহলে এই Spoken English Course- এর জন্য এত Training centre খোলার প্রয়োজন ছিল না । এত Fee দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা তাহলে এগুলোতে ভর্ত্তি হত না ।" এধরণের মন্তব্য ও শুনতে হয় বা হচ্ছে । আর এটাই স্বাভাবিক ।

তথাপি বলছি ৭ দিনের প্রশিক্ষণ এবং অভ্যাসে দৈনন্দিন জীবনে ইংরাজীতে অনায়াসে কথা বার্তা চালিয়ে যেতে পারে যেকোনো ছাত্র-ছাত্রী । "কি ভাবে ?" আবার প্রশ্ন । সেটাই বলছি ।

আমরা যদি, না আমাদের কথা বাদ দিচ্ছি । যদি ছাত্র-ছাত্রীরা একবার গভীর ভাবে চিন্তা করে যে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠবার পর থেকে রাত্রিতে ঘুমুতে যাওয়ার মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিজের মাতৃভাষা এই দীর্ঘ সময় ধরে কার সাথে কি কি কথা বলছে তাহলে দেখতে পাবে যে প্রতিদিনই প্রায় একই প্রকারের বাক্য এবং শব্দ ব্যবহার করছে । এক/দুই দিন হয়ত অন্য ধরণের বাক্য প্রয়োগ করেছে । এটাই নিয়ম । যে কোনো ভাষার

শব্দভাণ্ডারে অসংখ্য শব্দ থাকে । সেই ভাষায় যারা কথা বলে তারা কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট শব্দেরেই প্রয়োগ করে থাকে । এখানে একটা উদাহরণ দিলে এই বিষয়টা একটু পরিস্কার হয়ে যাবে । যেমন বাংলা ভাষায় 'জল' শব্দের অনেকগুলো প্রতিশব্দ আছে - জল, বারি, অম্বু, উদক, সলিল, পানীয়, তোয়স, জীবন, অমৃত ইত্যাদি । কিন্তু আমরা দৈনন্দিন জীবনে শুধুমাত্র 'জল' শব্দটাই ব্যবহার করি । অন্য শব্দগুলো সাহিত্যে প্রয়োগ আছে । ঠিক বাক্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে আমরা দৈনন্দিন জীবনে বছরের পর প্রায় একই বাক্যের প্রয়োগ করে থাকি । বিশেষ উপলক্ষে অবশ্য বাক্যগুলো পৃথক্ হয় । ছাত্র-ছাত্রীরা সারাদিনে যে কথাগুলো বলে বা বলেছে সেই কথাগুলো বা বাক্যগুলো যদি কোনো খাতায় লিখে রাখে এবং সেগুলোর ইংরাজী অনুবাদ করে নিয়ে সেই অনূদিত বাক্যগুলোই যদি ২/৩ দিন প্রয়োগ করে তাহলে দেখা যাবে যে ওরা সুন্দর ইংরাজী বলতে পারছে । আর এটা ৭ দিনেই সম্ভবপর হচ্ছে ।

আমি কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি । খেতে দিয়ে মা জিজ্ঞেস করল - অল্প ভাত দিব ? আরো মাছ ভাজা দিব কি ? না, না লাগবে না । How about some more rice ? How about some more fish fry ? No thanks.

বাজারে গিয়ে মাছওয়ালার সাথে দরদাম করার সময় তুমি তোমার বন্ধুকে বললে - সামান্য কয়েকটা পয়সার জন্য দর দাম করে লাভ নেই - It is not worth haggling over a few paise.

মা তোমাকে বাজারে যেত বলল - তুমি বললে - কি কি কিনতে হবে , মা ? What should I buy, mother.

মা আবার বললেন, ' তোব বাবা তিতা করলা ভালো বাসে । এখন কি পাওয়া যাবে ? Your father is fond of bitter gourds. Are they available now ?

পোষ্ট অফিসে গিয়ে বললে - 'আমি ১০০০ টাকা মানি অর্ডারে পাঠাতে চাই ।" - I want to remit Rs. 1000 by money order.

বেংকে গিয়ে বললে - আমি আপনাদের বেংকে একটা একাউন্ট খুলতে চাই - I want to open an account with your Bank.

তোমার বন্ধু জয়শ্রী । সে TATA Company তে কাজ করে । তুমি খোঁজ নেবে জয়শ্রী সম্পর্কে ।- Hello ! This is Tanushri from kharupetia. Is Jayashri there ?

অল্প একটু অপেক্ষা করুন ।। আমি দেখছি । Hold the line, please. I'll see.

তোমার বন্ধুর যেখানে সেখানে থু থু ফেলার অভ্যাস আছে । তাকে বললে এখানে থু থু ফেলবি না কিন্তু । Don't spit here.

মা জিজ্ঞেস করলেন - চন্দ্রমা, তোর খিদে পেয়েছে কি ? চন্দ্রমা বলল - না, আমার খিদে পায়নি । Do you feel appetite, Chandrama ? No, I do not feel appetite.

সারা বিশ্বে আজ ইংরাজী ভাষা বিশেষতঃ আমেরিকার ইংরেজীর জয় জয়কার । পৃথিবীতে মান্দারিন চীনভাষাই(Mandorin Chinese) ভাষা ভাষীর সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রথমস্থান দখল করেছে । পৃথিবীর ৫৩ টা

দেশের সরকারী ভাষা এবং রাষ্ট্রসঙেঘর অন্যতম ভাষা হচ্ছে ইংরেজী । তার উপর অনেক দেশে এই ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে প্রচলিত । এই ভাষার শব্দভাণ্ডারে ৭ লক্ষ শব্দ আছে । দশম শ্রেণী পর্য্যন্ত যে শব্দগুলো ছাত্র-ছাত্রীরা শেখে সেই শব্দগুলো ব্যবহার করেই ইংরেজী অনায়াসে বলতে পারবে । একজন বিশিষ্ট ইংরেজী বিশেষজ্ঞর অভিমত এখানে তুলে ধরছি -

" My advice to learners of languages is to find a like minded partner who could be a friend, a class - mate or may be someone at home. To learn a language it's important that you first focus on the listening part. So, in a pair, as one speaks the other can correct and help in the understanding or the pronunciation of the words."

মাতৃভাষা মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যেই এই নিবন্ধ লেখা হয়েছে । এই লেখা যদি তাদের কোনো প্রকারে সাহায্য করে তাহলে এই লেখা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব । মাতৃভাষা মাধ্যমের স্কুলের ইংরেজী শেখার আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এক বিশিষ্ট ইংরেজী বিশেষজ্ঞর পরামর্শ এখানে তুলে ধরে এই লেখার রাশ টেনে ধরছি ।

"Don't learn English at the cost of your mother tongue . One who knows only English and is not conversant with his mother tongue is a half -learned. Proficiency in one's mother tongue facilitates one to write good English."

Reference :

1. Oxford Guide to English Grammar - John Eastwood.
2. Skills - Madhyamik English - Jagannath Chakraborty.
3. কেনেকৈ ইংৰাজী শিকিব - পার্থ চট্টোপাধ্যায়
4. Principle Guide to English Grammar - Mehak Lal.
5. Advanced Spoken English - Latika Banerjee
6. English Language Teaching @ Word Wide Web. - Ashok Kr. Saini.
7. Proficiency in English - Sumita Roy.
8. Longman Dictionary of Common Errors - N.D. Thurten & J.B. Heaton.
9. How to Write Correct English - R.P. Sinha.
10. A Guide to patterns and usage in English - A.S. Hornby.
11. Good English - R.P. Ghosh.
12. A text book of Higher English Grammar - P.K. Dey Sarkar.
13. Advanced learners dictionary of current English - A.S. Hornby.
14. Rapidex English Speaking Course - B.K. Gupte.
15. A text book of English Grammar & Composition - Adhir Debnath.

****